' প্রাক – স্বাধীনতাকালের সভা, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান নারী এবং নটী – সম্প্রদায়'

নাটক ও নাট্যকলা বিভাগ, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী

যোগাযোগঃ ৯৮৩৬২২৬৮৪৬,

mou.chakraborty@visva-bharati.ac.in

১.১

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধের কালানুক্রমিক উৎস একটি ঔপনিবেশি কতার সীমাবদ্ধতায় থাকা ভূখণ্ড এবং সেই সমাজের মেয়েদের সভা, সমিতি ও আলোচনা সভা গঠন। স্বাধীনতার পূর্বকাল অর্থে, ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত সময়কাল। কালের নিরিখে প্রাক – স্বাধীনতা সময়কালের বিস্তার দীর্ঘ হলেও , এর আলোচনার সময়কাল কেবলমাত্র নারী সংগঠনের সূচনা বা উৎসের সময় থেকেই আলোচ্যের। সেই সময়কাল দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, এদেশের মেয়েদের সভা – সমিতি গঠনের পূর্বকাল। দুই, এদেশের মেয়েদের সভা – সমিতি গঠনের শুরু। এক্ষেত্রে, আলোচ্য প্রবন্ধের নিরিখে আলোচনা করা যায় দু -প্রকারে। এক, উনিশ শতকের মেয়েদের তৈরি সভা , সমিতি ইত্যাদি। দুই, সমাজ-বহির্ভূত মন্দ মেয়েদের যোগদান করা সভা , সমিতি বা আলোচনা সভা। এক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার সূচিত – সভা হিসেবেই লিখিত ও আলোচিত হবে। একুশ শতকের সময়ে স্থানাঙ্কে নির্ণীত বিষয়টি এমন এক বিশ্বের, যেখানে সভা, সমিতি, আলোচনা সভা আঞ্চলিকতা মুক্ত হতে চেষ্টা করে। আলোচনা সভা মানে এক অর্থে আন্তর্জালিক হয়ে উঠছে। এবং , মাধ্যমগতভাবে তা পৃথিবীর ওয়েব মানচিত্রে সম্প্রচারিত হওয়ার সুবাদে সর্বত্র প্রচারের অংশ হিসেবে আলোচিত। মিডিয়া তথা মাধ্যমের সুবাদে বিশ্বায়নের দুত্যিতে আলোচনায় যোগদানের প্রেক্ষাপট জাতীয় স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। তা নির্দিষ্ট ভূগোল-ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে ব্যাপকতা লাভ করে। আলোচনা সভার নাম হয়ে যায় আলোচনা চক্র হচ্ছে। এবং , এরই মধ্যে একটি সাংগঠনিক বাস্তববাদী মন্সকতার দেখা মেলে। ভূগোলের মতনই অন্ত্রজাল বাহিত তথা ওয়েব মাধ্যমে গঠিত হচ্ছে সংগঠন। এবং নারীকেন্দ্রিক সংগঠন ভেসে থাকছে আন্তর্জাতিক তকমা নিয়ে। সেদিক থেকে প্রাক – স্বাধীনতা পর্বের সভা – সমিতি , আলোচনা সভার আলোচনা এক অর্থে ফিরে দেখার ইতিহাস। একথা পুনরায় আলোচনার মধ্যে দিয়ে একুশ শতকের এক বৈশিষ্ট্য, পুনরায় ভাবনার দিকটিই প্রতিফলিত হয়। আলোচনা র সূত্র বিন্যাসে মেয়েদের সূচনার হাল

– কালটি উল্লেখমাত্র করা হল। উক্ত প্রবন্ধের আলোচনায় নারী দের সভা, সমিতির বিস্মৃত ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে একুশ শতকের সময়ে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। মেয়েদের সভা, সমিতির ইতিহাস ধরে এই প্রবন্ধের আলোচনা র ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। মেয়েদের দুই দিক থেকে ভাবনার বিন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এক, সাধারণ সমাজের নারী হিসেবে সংগঠন তৈরির সূচনায়। দুই, সমাজ-বহির্ভূত জাতিকা হিসেবে সংগঠন, সভা, সমিতি এবং প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের তত্ত্ব।

সূচক শব্দ – উনিশ শতক, বঙ্গনটী, নারী সমিতি , প্রাক – স্বাধীনতা পর্বে সমিতি, মহিলা সংগঠন

২.১

ভূমিকা

সভা, সমিতি এবং আলোচনা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষা বিনিময় , পারস্পরিক আলোচনায় নতুন দর্শনজাত জ্ঞানের সঞ্চার। একটি শিক্ষিত জাতির দিক থেকে এর ভূমিকা সাহিত্যে , বিজ্ঞানে, কলাক্ষেত্রে অপরিসীম। এবং তুলনামূলকভাবে তাতে ব্যক্তির সঞ্চিত জ্ঞান সর্বজনবিদিত হয়ে ওঠে। আবার , এক অর্থে, নতুন কিছু করার জন্যে একত্রিত হয়ে আলোচনা। আলোচ্যের সভা, সমিতি এবং আলোচনা সভার উত্থাপন পরাধীন ঔপনিবেশিক শাসনের নয়। এর ধারা ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় ছিল। রাজাদের সভাসদ পরিবেষ্টিত আলোচনা সভা, নবরত্নের সভাটি জাতীয় উদাহরণ। এবং, বাংলার পরিমণ্ডলে এ জাতীয় সভার কেন্দ্রে থাকত শিক্ষার আলোচনা , পাঠ প্রভৃতি কেন্দ্রিক। গান , নাচ, তরজা, কীর্তনের সভাস্থলের আলোচনাকে প্রথম শ্রেণির আলোচনা সভা বলা যায় না। এই ভূমিকা থেকে বোধগম্য হয় , আলোচনা তখনই হতে পারে, যেখানে সমদর্শী ব্যক্তিদের আলাপচালিত হয়। এবং , তা তখনই সম্ভবপর যখন উক্ত সমাজ তথা জাতি তথা দেশ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে আলোচনার মূল উপাদান মেয়ে, মহিলা, নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত সভা, সমিতির ক্ষেত্রতেই সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে বেদের যুগের বিদূষী কন্যা দের বিতর্ক সভায় যোগদানের উদাহর ণ থাকলেও, তার সূত্রে ইসলা ম শাসক পরবর্তী এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার না রীশিক্ষার কোনও প্রতিষ্ঠিত উন্মু ক্ত শিক্ষাক্ষেত্র ছিল না। যা , আলোচ্য নারীজাতিকে ঠিক ততটাই শিক্ষা পেতে সাহায্য করে।

এমনকি পরিবার নামক সংগঠনের দিক থেকে দেখলেও, অবিভক্ত বাংলা সমাজের মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবন চালানোর মতন শিক্ষার সুযোগ ছিল , এমন তথ্যের সন্ধান মেলে না সংস্কার আন্দোলনের আগের সময়কালে। বস্তুত, এর প্রেক্ষাপট সর্বজনবিদিত, যথা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা, ধর্মের অনুশাসনের

মধ্যে। অর্থাৎ, যে সমাজ তথা জাতির নারীদের জন্যে গৃহশিক্ষার চল নেই , স্কুল নেই, নারীর অধিকার গৃহবন্দিত্বে সীমাবদ্ধ, সেই জাতির অন্তঃপুরবাসিনীরা আলোচনা সভা গড়তে কিভাবে সক্ষম হবে। সেটি কেবলমাত্র শিক্ষার সুযোগ পাওয়া নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাজ হিসেবেই ধরা যায়।

তারমধ্যে নাটকের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী -জাতিকাদের সমাজ ছিল নাট্যসমাজ। যা অনালোচিত এবং অনুল্লেখ্য সভা-সমিতির গুণ সম্বলিত থাকায় আলোচিত হওয়ার। বিশেষত, যেখানে সমিতির অর্থে মিলিত হয়ে সদর্থক ভাবনাকে জারিত করা। তবে , সালের নিরিখে নটীরূপে সেই কাজ ১৮৭৩ সালের আগে শুরু হয়নি বলেই পত্রপত্রিকায় উল্লেখ।

২.২ বিস্তার

সভা সমাজের এক অংশ। যেখানে বিবিধ আলোচনা ও ক্রিয়াশী ল কাজের সদর্থক ভাবনায় ব্যক্তি তথা জাতি মিলিত হবে। এবং, তারজন্যে বিশেষ স্থান ও সময় সূচিত থাকবে। উনিশ শতকের অন্তঃপুরবাসিনী, পর্দানসিন নারীদের ক্ষেত্রে তা ছিল সমাজত্যাগের সামিল। একুশ শতকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভাবনার ভূগোল মিলবে না, যেখানে পড়াশোনার অর্থ ছিল বিধবা হওয়া। এবং সেই সমাজের মূল উপাদান হিসেবে নারীমুক্তির সংগ্রাম ছিল সমাজ-সংস্কারকদের প্রথম পদক্ষেপ। সেই সময়ে সমাজবিষয়ক আলোচনা করার জন্যে এদেশেও সভা গঠিত হয়। সংস্কারের ফলে নতুন করে দর্শিত ব্রাহ্মসমাজ আলোচনা সভা ঘটায়। পত্রিকা প্রকাশের জন্যে ঘটা করে, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তৈরি হয় ১৮৪২ সালে।

এদেশের মেয়েদের দিয়ে সমিতি তৈরি হতে অপেক্ষা করতে হয় ১৮৭১ পর্যন্ত। তখনও এদেশের মেয়েদের দিয়ে কোনও নারীকেন্দ্রিক সংগঠন তৈরি হয়নি। একুশ শতকের যে দর্শনে পিছিয়ে পড়া , পিছিয়ে থাকাদের নিয়ে আলোচনা হয়, এক বিদূষীর সজাগ শব্দে 'সাব – অলটারন' দের উনিশ শতকীয় রূপ বলা যায়। মহিলা- কেন্দ্রিক ভাবনার কাঠামো এগিয়ে, প্রামাণ্য তথ্যাদি নিয়ে হাজির যে , নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা – তার শুরুর ইতিহাস বিদেশিনীর হাত ধরেই । যদিও এর অন্তর্বর্তী কারণ ছিল মিশনারিদের দ্বারা ধর্ম প্রচার এবং শিক্ষার প্রসার। ১৮১৯ সালে 'দি ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' তৈরির ইতিহাস গৃহীত হয় গবেষকদের আলোচনায়।[i]

২.১ সাধারণ সমাজের মহিলাদের আয়োজিত সভা, সমিতি

অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মহিলাকেন্দ্রিক সভা তৈরি হয় বিদেশি শিক্ষিতার দ্বারা । উক্ত নিরিখে আলোচনা করা যায়, ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে শাসকের ধর্মের প্রচারের জন্যেও সংগঠন গড়ে ওঠে। যথা , 'জেনানা মিশন' সংগঠন, ১৭৯৯ সালে। পরে এর নাম হয়ে যায় ' ইন্ডিয়ান ফিমেল নর্মাল অ্যান্ড ইন্সট্রাকশন সোসাইটি'।[ii] এবং এদেশের মহিলাদের একাংশের সভা, সমিতি নিয়ে ভাবনার জন্যে বাংলা সমাজকে অপেক্ষা করতে হয় উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত। ব্রাহ্মসমাজের মহিলাদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। কারণ, ইতিহাস অনুযায়ী উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের শোধন। এবং , যা প্রত্যক্ষভাবে নারী তথা মেয়েদের নিয়েই। এদেশিয় মহিলাদের সাপেক্ষে যে সংগঠন তৈরি হয় , তার ভিত্তি ছিল সংস্কার ও অগ্রগতি। এবং , তা ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিক চেতনা সম্পন্না নারীদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল। ১৮৭১ সালে 'বামাহিতৈষিণী' সমিতির সূচনা , এটুকু সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করে যে , আগামি শতকের মেয়েরা সভা , সমিতির সঙ্গে যুক্ত হবেন। সামগ্রিক চিন্তা - ভাবনা ও পরিকল্পনায় কেশবচন্দ্র সেন থাকলেও, সম্পাদকের ভূমিকায় নাম উঠে আসে রাধারাণি লাহিড়ির।[iii]

এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, সমাজের সংস্কারের যে মূল দিক ছিল তা ছিল সাধারণ সমাজের মেয়েদের নিয়ে। অর্থাৎ, সমাজসূচিত ব্যাখ্যায় ভদ্রজনকন্যা, অবগুণ্ঠিতাদের জন্যে। যারা পরিবার নামক সূচিত ও মান্য সংগঠন দ্বারা চালিত ও পালিত , সেই অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্যে। সমাজের অপরদিকে সমাজেরই তৈরি পঙ্কিল আবর্তে থাকা নির্যাতিতা, জাতিচ্যুতা, পিতৃপরিচয়হীনা জাতিকারা ছিলেন, সংস্কার – পরিধির বাইরের জন। যাঁদের মধ্যে থেকে কীর্তন , খেমটা, খেউর, তরজা, হাফ আখরাই , আখরাই, যাত্রাপালাগানের শিল্পীজাতিকারা ছিলেন। এবং সেই হিসেবে গায়িকা, নর্তকীদের সমাজ ছিল। এবং , দেহপোজীবিনীদের কলকাতাস্থিত বাণিজ্যস্থানে অস্তিত্ব ছিল। উল্লিখিত 'বামাহিতৈষিণী' সমিতির কর্মসূচিতে উক্ত সমাজ – লাঞ্ছিত জাতিকাদের স্থান ছিল। সুতরাং মনে করা যায় যে , এদেশের বামা -কন্যাদের প্রকৃত শিক্ষার আলোকলাভ ঘটেছিল। বঙ্গসমাজের শিক্ষাপ্রাপ্তাদের সমিতি গঠনের মুখ্যত উদ্দেশ্য , শিক্ষার বিস্তার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগসূত্র। এই অংশে শুধু নামমাত্র তুলে ধরা হল ইতিহাসের ধারাটিকে ধরে রাখার জন্যে। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কয়েকটি সমিতির নাম - বঙ্গ মহিলা সমাজ , ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সংগঠন , সখী সমিতি, সুমতি সমিতি, খ্রিষ্টীয় সমিতি, শ্রীহট্ট মহিলা সমিতি, দীপালি সংঘ, শিলচর নারী কল্যাণ সমিতি , প্রাদেশিক মহিলা আতমরক্ষা সমিতি , ছাত্রী সংঘ, ত্রিপুরা ছাত্রী সংঘ, নারী সমিতির সংগঠনের মধ্যে বেশি আলোচিত । শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্তাদের মধ্যে সরলা দেবীর নাম আলোচিত হয় , তিনি পৃথকভাবে শরীর চর্চার আখড়া চালাতেন বলে।[iv]